দৈনিক বাংলা

তারিখ 15 OCT 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

২৫

সব স্কুল ছাত্রের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা

জালাল আহমেদ ঃ আগামী দু'হাজার সালের মধ্যে দেশের সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধার আওতায় আনা হবে। এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে একশ' তিন কোটি টাকা ব্যয় হবে। এ খবর স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্রের। এ লক্ষ্যে দেশের জেলা শহরগুলির ছাত্রছাত্রীদের প্রথম পর্যায়ে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে। এতে ১৯৯৩–৯৪ অর্থ বছরে ত্রিশ কোটি টাকার একটি বাজেট ইতিমধ্যেই মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক ও সরকার এ অর্থ যোগান দেবে।

উল্লেখ্য, ৫০–এর দশক থেকে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কর্মসূচীর আওতায় পুরানো ১৯ জেলায় ২৫টি স্কুল হেলথ ক্লিনিক চালু রয়েছে। অবশিষ্ট জেলাগুলিতেই কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রাথমিক কাজ শুরু হবে। নতুন ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে এ কর্মসূচী ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে।

এদিকে এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রতিটি জেলা শহরে দু'জন স্কুল মেডিক্যাল অফিসার, একজন ফার্মাসিস্ট, একজন পাবলিক হেলথ নার্স ও একজন হেলথ ইনসপেক্টর নিয়োগ করা হবে। তারা স্বাস্থ্য সম্পর্কে ছাত্রদের সচেতন করে তুলতে প্রতিটি স্কুলে সেমিনারের আয়োজন করবেন। এ কাজে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও সম্পৃক্ত করা হবে। এছাড়া থানা পর্যায়েও স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

জানা গেছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সময়

(৮–এর পৃঃ ৬–এর কঃ দ্রঃ)

বিনামূল্যে চিকিৎসা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ছাত্রছাত্রীদের হেলথ কার্ড দেয়া হবে। আগে থেকেই শিক্ষকদের কাছে তা রক্ষিত থাকবে। এসব হেলথ কার্ডের মাধ্যমে থানা ও জেলা সদর সরকারী হাসপাতাল থেকে ছাত্রদের ঔষধ সরবরাহ করা হবে। নতুন ব্যবস্থায় ছাত্রদের মধ্যে স্কুলে তৈরী খাবার হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহ করা হবে।

একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ১৯৫১ সালে যে উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল তা বাস্তবায়নে কতিপয় সমস্যা দেখা দেয়। এ জন্য ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যেসব কার্যক্রম বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু ছিল সেসব কার্যক্রমও ধরে রাখতে পারছে না। এই কর্মসূচীতে বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য কার্ড রক্ষণাবেক্ষণ, দৈহিক ত্রুটি সংশোধন, মলমূত্র নিষ্কাশন, কৃমিমুক্তকরণসহ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বাস্থ্য অভ্যাস গড়ে তোলা এই কর্মসূচীর লক্ষ্য ছিল।

উল্লেখ্য, দেশে বর্তমানে ৬৪ হাজার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১ কোটি ৬০ লাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। এদের মধ্যে ১ লাখ ৬০ হাজার শিক্ষার্থীকে ১৯৯২ সনে পূর্ব কর্মসূচীর আওতায় চিকিৎসা প্রদান করা হয়।